প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬
মুদ্রাকর
অনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়
চলন্তিকা প্রেস
২, রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড,
কলিকাতা—২
প্রচ্ছদ
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
কভার ব্লক মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২/১ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

সূচী

নানা প্রতিকূলতা ও ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে কাব্যগ্রন্থের তরণীটি আজ তীরে এসে লাগল। এবারে জগতের যাত্রীদের সংগে এর বেচাকেনা শুরু হবে। যদি কোনও যাত্রী তাঁর দীর্ঘ জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ সামান্য কিছুও এথেকে পান, তাতেই আমার সকল শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

আমার যে-সব বন্ধুরা এই গ্রন্থটির জন্যে আমাকে সেদিন পর্যন্তও অবিশ্রাম তাগিদ দিয়ে এসেছেন, তাঁদের এই আন্তরিক আগ্রহের মিলিত ইচ্ছাশক্তি এর পালে দক্ষিণা বাতাসের মত অবিরাম না প্রেরণা যোগালে হয়তো মাঝ-দরিয়াতেই এর সমাধি লাভ হত। কাজেই, আজ তাঁদের আন্তর ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

আমার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ (শ্রাবণ, দূরবীক্ষণ, নাগরী, পল্লী, দোটানা, ধূপ) থেকে এই কবিতাগুলো বাছাই করা হয়েছে। ছাপা ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অগ্রণী বুক ক্লাবের কর্তৃপক্ষের। তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছে। তার সাহায্যও স্বীকার্য।

মার্বল প্যালেস্
৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা—৭

বীরেন্দ্র মল্লিক

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

জন্মান্তর

দ্বিধা

বৃত্ত

মর্মর-প্রাসাদ

একশত বর্ষ মাত্র আগে
এইখানে ছিল পোড়ো মাঠ,
ছিল শুধু কাঠ আর কঠিন পাথর,
চারিদিকে প্রাণহীন রোদ-পোড়া বিদগ্ধ প্রান্তর।

সময়ের ঢেউ লেগে লেগে
সরে যায় সেই কাঠ মাটি আর পাথরের স্তূপ,
মর্মর-প্রাসাদ এক মেঘের মতন ধরে রূপ!

ঘরে ঘরে কাঁপে তার লাল নীল লণ্ঠনের আলো,
দেয়ালে দেয়ালে তার
অজন্তার স্বপ্নগুলি নেমে নেমে আসে,
উৎসবে আমোদে আর গানে ও গুঞ্জনে
স্বরগের অপরূপ কোনো পুরী ব'লে হয় মনে!

তার মাঝে আমি ভেসে আসি,
তারি ছায়াতলে বাঁধি নীড়,
গাই গান,
আঁকি ছবি,
স্ফটিকের মত এক মেয়ে ভালোবাসি,

তবু জানি এ সবের নিচে,
জেগে থাকে সেই কাঠ পাথরের হাসি ! !

একদিন ফুরাবে সময়,
নভ-চুম্বী স্বপ্ন এর হবে ধূলিময়,
জনতার জয়ধ্বনি হারায়ে মিশিয়া যাবে পারে,
ঘরে ঘরে প্রেয়সীর হাত দুটি খুঁজিবে কাহারে।

সেদিন পথের পরে
কোনো পথিকের চোখ বারেক হয়তো ফিরে চেয়ে
চলে যাবে আপনার কাজে ;
হয়তো বা দাঁড়ায়ে ক্ষণেক
কোনো এক শিথিল প্রেমিক
ভুলে যাবে তার প্রেমিকার কথা,
শিরদাঁড়া কিছু ঋজু হবে ;

হয়তো বা কোনোদিন একদল যুবকেরা এসে
মেলা শেষে ছেঁড়া পাতা ভাঙা ভাঁড় খুরি
ফেলে যাবে চারিদিকে এর ;
হয়তো বা একদল উড়ো বেদুইন
তাঁবু ফেলে এই মাঠে রবে কিছুদিন,
রাত্রে তাহাদের নাচ ঘুরে ঘুরে ঘুরে
জেগে রবে কিছু কাল রাতের নুপুরে।

আরো কিছু কাল পর
হয়তো আসিবে সেই জ্ঞানের নাগর,
সাথে লয়ে লোক ও লস্কর
হেথা হোথা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
খুঁজে পাবে কিছু নুড়ি,
কিছু শীলমোহরের ছাপ,
কিছু ফাটা ফুটো টাকা কিছু খসা সোনা,
ছেলেদের খেলিবার আধভাঙা কোনও খেলনা

তাই লয়ে হবে তার
মাঠের উপর এক গবেষণাগার ;
তাহার মাঝারে বসি
দিন রাত পুঁথি আর নুড়ি নেড়ে নেড়ে
আর কিছু কল্পনার করিয়া প্রসার
অভিনব গ্রন্থ এক করিবে প্রচার ।

তবু জানি তাও কিছু নয়,
কোনো এক আঁধার প্রহরে
এ শিখাও মুছে দেবে নিষ্ঠুর সময় ।

সব দীপ নিভে গেলে
থেমে গেলে সব ঝড়
সব স্বর দূর-কাঁদা বাঁশী
জেগে রবে প্রান্তরের প্রহরে প্রহরে
শুধু সেই কাঠ আর পাথরের হাসি !!

ধূপ

ধূপ জ্বলিতেছে ;
গন্ধ তার ভাসিছে বাতাসে :
ঘরময় অপূর্ব আমেজ ।

ঘ্রাণ তার শুঁকে শুঁকে
স্নায়ুকেন্দ্র হয়েছে বিকল,
রক্তের প্রবাহ যেন আসিছে ঝিমায়ে, —
নেশায় ঝুঁকিয়া পড়ি যেন ।

আধো বোঁজা ঢুলুঢুলু চোখে
যেদিকে তাকাই,—
দারুময় ওধারের গ্র্যাণ্ডক্লক,
স্নান-রতা ভেনুসের মর্মরিত প্রতিচ্ছবি,
রবৌদির 'রাত্রি এলো' চিত্রখানি,
সবই যেন তন্দ্রাতুর,
ঝিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ করে চোখের পাতায় ।

বাহিরের কাঁচের উপর
শিশিরেরা জমিছে আসিয়া,
রাতের পাখীরা এসে জানালায় শিস্ দিয়ে ডাকে,

পথে পথে মোরগের স্বর থেমে যায়,
মাটি বোনা ফেলে রেখে প্রবালেরা উঠে আসে চরে,
নক্ষত্রেরা খোঁজে দিক সাগরের আরেক আকাশে,
দ্বীপগুলি দেখে দূর বন্দরের জাহাজের আলো,
নাবিক-নয়ন-নীরে নেচে ওঠে নীড়,
বনে বনে হরিণেরা হতেছে অধীর।

ধূপ নিভে যায় :
গন্ধ তার ধীরে ধীরে বাতাসে মিলায় ;
ঘরময় তখনো আমেজ।

সহসা হঠাৎ
তন্দ্রা ছুটে যায় ;—
অতলের নিদ্রা হতে যেন উঠিলাম জাগি।
কোথা ধূপ ?   ধূপ কোথা ?
দেখিলাম ধূপ কোথা নাই,—
সে যে নিভে গেছে !

জীবনের এক ছবি দেখিলাম
এরই মাঝে।—

যত কাল বাঁচি
আমরা ত জ্বলি এরই মত,
পুড়ে পুড়ে হৃদয়ের গন্ধটুকু জেলে রাখি ;

জটলা উঠেছে ঘেরে আমাদের,
মেঘ এসে রচেছে স্বপন,
বাতাসের ডাকে কেঁপে ওঠে রাত্রির গহন।

তবু জানি মূলে তার কিছু নাই,
সব শেষে এরই মত
রাখি শুধু একফালি ছাই
একদিন অকস্মাৎ আমরা মিলাই।

মমি

দর্শনের বইগুলি খোলা।
বার বার তাদের অতলে মুছে যেতে চাই
মেঘ-ঢাকা কোনো এক তারার মতন,
খুঁজে ফিরি বার বার সেই এক অবাধ আস্বাদ
বিস্ময়ের স্বপ্ন-কল্পা অপার পারের।

ঝাঁ ঝাঁ করে দুপুরের মাঠ,
শীতের বাতাস এসে ঢলিয়া পড়িছে গাছে গাছে
ধানক্ষেত পোহাইছে রোদ ;—
ঘরে আমি একা ব'সে পড়ি।

আহত ডানার মত
বার বার ফিরে আসে মন,
বার বার ক্লান্ত হয় শ্রান্ত হয় শুধু।

দিগন্ত এখানে কোথা ?
এখানে কোথায় সেই অরণ্যের আস্বাদ প্রচুর ?
কোথা সেই সাগরের পারহীন অনন্ত সুদূর ?
—এ ত শুধু কাগজের স্তূপ,
মমি যেন !

এই লাগি
লাওৎসের চোখে বুঝি নেমেছিল আরেক স্বপন,
আরেক আশ্চর্য স্রোত তুলেছিল আরেক কাঁপন,
তুচ্ছ হ'ল ব্যর্থ হ'ল সব—
গ্রন্থশালা অধ্যাপনা শাস্ত্রানুশীলন,
পায়ে ঠেলে সব কিছু শুষ্ক দগ্ধ খোলার মতন
একাকী নিঃশব্দ রাতে হন নিরুদ্দেশ।

চোখ

দিনে তার মেলে না সন্ধান,
হাটে মাঠে ভেসে যায় দূরে,
আকাশে মেঘের রঙে,
ধূলার বাতাসে।

রাত হয়,
ঘুম আসে অন্ধকার সমুদ্রের মত,
তারার দেউটিগুলি
নিভে যায় অন্ধকার ঝড়ে,
চোখ এক জ্বলে সেই
অন্ধকার স্বপ্নের ভিতরে।

এর পিছু পিছু ছুটিতেছি ;—
আহত ব্যথার মত
ঘুরিয়াছি আকাশে আকাশে,
হরিণের দলের মতন
ছুটে গেছি বন হতে বনে,
পাখীর পাখার মত ছায়া ফেলে ফেলে
উড়ে গেছি কতবার,
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে

গহ্বরের দেখেছি আঁধার,—
তবু খোঁজা হ'ল না ক শেষ

এরই লাগি
আঁধার মুছিয়া যায়,
ঘন রাত আরো ঘন হয়,
দূর তরণীর পারে
লুব্ধ তীর মুগ্ধ চোখে হাসে,
হু হু ক'রে নীড়ের নয়নে জল আসে

শাখা মেলে পাখা মেলে
শুধু এরই লাগি
ধরণীতে বার বার উঠিতেছি জাগি।

তবু

সতর্ক থাকিতে হয় সদা ;
তক্তার ফাটলে এক বিছা বাঁধিয়াছে বাসা
কিছুদিন আগে ভুলুয়াকে
দিয়াছে তাহার স্বাদ।

ছ' মাসের কোলের ছেলেটা
মাসের অর্ধেক দিন
খক খক কাশে,
চাপ চাপ সর্দি ওঠে।
মেয়েটা ত রোগে রোগে মরমর ;
দুটি মাস কী নাকাল তাকে নিয়ে !

ভাঁড়ারে বাড়ন্ত চাল ;
ন' তারিখ হ'ল মেলেনি মাহিনা ;
কাঠওলা দুধওলা ধোপা মেহেরালি
এসেছিল কাল ;
আসিবে বিকালে আজ
ব'লে গেছে শ্যামলীকে।—
তিন মাস বাকি আছে তাহাদের।

স্ত্রীর পায়ে বাতের বেদনা
দিন দিন বেড়েই চলেছে,
কমবার নাম নেই।
—একা একা কতো পারি আর!

অবসাদে ভেঙে পড়ি।

তবুও বিচ্ছিন্ন করি এই অবরোধ
প্রাণের প্রচ্ছন্ন ডাক আসে,
স্নায়বিক ঝিল্লীগুলি
কেঁপে ওঠে গোপন আকাশে,
জরায়ুর অন্ধকারে
সূর্যের সোনালী আলো হয়েছে বাঙ্ময়।

ফসিল

বুঝি সব,
বুঝে শুধু চুপ ক'রে থাকি।
শুনি সব,
প্রতিবাদ করি না ক আর।

জানি এরা
মরে গেছে বহুদিন আগে,
অনেক বছর আগে।
এদের ফুস্‌ফুস্‌
বরফের মতন যে তাই
ঠাণ্ডা আর হিম হয়ে আছে ;
এদের শিরায়
জ'মে-যাওয়া শোণিতের স্রোত
পাথরের মতন ঘুমায় ;
এদের দেহ ও ত্বক হতে
সমস্ত প্রাণের স্বাদ
মুছে গেছে।

এরা শুধু
সারাক্ষণ ছায়ার মতন

এঁদো আর পচা যত ডোবার আঁধারে
ঘুরে ঘুরে ফেরে,
ফিস্‌ফাস্‌ কথা কয় কংকালের মত
আকারে ইংগিতে—
লক্ষ বছরের যেন জীবন্ত ফসিল।

অনেহা

যে তীর গিয়েছে ভেঙে বহুকাল,
যে ধারা শুষিয়া নেছে অন্ধ তৃষা শূন্য বালুচরে,
যে বীজ অংকুর হয়ে ফুল হয়ে শেষে
ঝরে গেছে একদিন সন্ধ্যার আধেক অন্ধকারে,
যে সভ্যতা চূর্ণ হয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে
অন্ধকার মাটির জগতে,
হৃদয়ের যেই নাড়ী প্রতীক্ষায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বন্ধ আর বন্ধ হয়ে আছে
এ জীবনে তারা কভু কোনোদিন আসে না কো ফিরে।

অসীমের ইতিহাসের পাতায়
যদি তার থাকে সার্থকতা,
যদি তারা ধারা হয়ে মেলে ধরে কোনোদিন
তাদের আঁচলখানি ওই দূর দিক-রেখা তীরে,
যদি তারা গান হয়ে সুর হয়ে ফিরে পায়
উচ্ছলিত যৌবনের স্পন্দমান এই পাখাগুলি,
ভরে রাখে এই জল আলো মাটি মেঘ ও আকাশ
আমার তাহাতে কিবা লাভ ?

আমি ত সামান্য এক দুর্বল চেতনা !

এ চেতনা ডুবিয়া মরিয়া যদি যায়
অতল রহস্য-ঘন মৃত্যুর তিমিরে,
পঞ্চভূত-গড়া এই ভগ্ন জীর্ণ দেহখানি মোর
আরবার সেই পঞ্চভূতে
মিলিয়া মিশিয়া যায় যদি ছিন্ন ছিন্ন হয়ে,
তারপর যদি কোনোদিন
আজিকার মোর এই নাহি-দেখা নাহি-পাওয়াগুলি
ফিরে পায় তাহাদের দুরন্ত যৌবন,
এই দগ্ধ পৃথিবীর কালো মাটি করে যদি রাঙা,
রাত্রির বিনিদ্র তীরে
যদি কোনো যুবতীর চোখে আসে জল
আমার তাহাতে কিবা লাভ ?

আমি শুধু এইটুকু জানি—
এ জীবনে চলে যাহা যায়
কোনোদিন কোনোখানে
তার ছোঁয়া মেলে না কো হায় !

অসহায়

আমি ত চেয়েছি ভাই
শান্ত এক মৌন গৃহকোণে
নিরুত্তেজ কাটাতে জীবন ;—

বহুদূর স্তব্ধতার তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বহে-যাওয়া কোনো এক তটিনীর ধারা
নিরুত্তাপ উদাস অলস।

কিন্তু হায়,
জীবন থাকিতে দেয় কই ?
জীবন গড়িতে দেয় কই
মেঘের স্বপ্নের মত নীড়,
স্তব্ধ এক কুটীর প্রাংগণ
একান্ত নির্জনে ?

উত্তরের উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে
উজানে ভাসিয়া যেতে
নীলাভ্রের দূর দুটি তীরে
এ জীবন সদাই অস্থির,
এ জীবন উন্মুখ অধীর।

অসহায় হন্যের মতন
ইহারই নাচনে আমি ঘুরে ঘুরে ফিরি,—
ঘোলাজলে জলাবর্তগুলি
ঘনায়ে পাকায়ে যায় আরো,
অপচ্ছায়া আবডালে পাখা মেলে ধূসর সন্ধ্যায়,
আজিকার দিনরাত্রিগুলি
গাঢ় এক কালিমায়
মুছে যায়।

অবিচ্ছিন্ন

কুলিরা করিছে কাজ খনির গুহায়,
বণিকের ব্যবসাটি ফেঁপে ফুলে ওঠে,
চৌকিদার হাঁক দেয় রাত্রির আঁধারে,
বিমানেরা আজিকার আকাশে গোঙায়,
প্রণয়ীর বুকে জাগে অন্ধ ভালবাসা,—
দূর হতে মনে হয়
ইহাদের কোনোখানে নাহি কোনো মিল,
নাহি কোনো ধারাবাহিকতা।

ইহাদের ছিন্ন ছিন্ন যেই অর্থ আছে,
তাহারা নহে ত প্রাণহীন,
নহে তারা কায়াহীন অসংগতি শুধু।

ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে আনে তারা
সমাজের মানসের মনে নব রূপায়ণ,
গড়ে তারা সাগরের ঢেউ
নীহারের ফোঁটার মতন।

কেঁপে ওঠে সভ্যতার নভচুম্বী চূড়া,
বুদ্ধের ভারত মুছে দেয় আসি শংকর-দর্শন,
ভেসে যায় মিশর সিরিয়া ব্যাবিলন।

প্রয়োজন

অর্বুদ বছর আগে
এ পাহাড় ছিল কি হেথায় ?
তারো আগে
এখানে সমুদ্র ছিল না কি ?

সহসা হঠাৎ একদিন
ছায়ার আকাশ হ'ল ঘোর ঘন ধূসর পিংগল,
ঊর্ধ্বপক্ষ বাতাসের উন্মাদ চীৎকার
ভেসে গেল দিক হতে দিগন্তরে,
লাভার গলিত স্রোত মুছে নিল মাটি,
শোনা গেল এ মাটির কি বিকট ডাক,
থরোথরো কাঁপিল ভূধর।

সমুদ্র সরিয়া গেল অন্য কোনোখানে,
চোখ মুছে উঠে হেঁটে দাঁড়াল পাহাড়,
মুছে গেল ম্যামালেরা,
গুঁড়ো হ'ল কত রোম গ্রীসের দালান,
ছিন্ন হ'ল কত আন্দামান।

যোজন বিস্তৃত মাটি,

সময়ের অগাধ প্রসার
ভাঙে মোছে গড়ে ওঠে কত নিকোবর
তলে তার।

তবু আছে প্রয়োজন শিকড়ের মাকড়ের!

তাই তারা আজো বেঁচে আছে,
তাই তারা আজো বাঁধে ঘর,
নৈশ আঁধারের কোণে
বোনে জাল এক মনে
প্রাণ করি পণ ;—
সেই লাগি আমরা ত যুঝিতেছি অনুক্ষণ!

স্তোকবাক্য

ফুলেরা ঝরিয়া যায় মন্দার পাহাড়ে,
সেনেদের বাগানেতে ফোটে থরে থরে
বেল যূঁই টগর গোলাপ
কেতকী মালতী হাস্নুহেনা ;
ভাঙা প্রাচীরেতে মোর
ফুটিয়াছে রজনীগন্ধার দুটি কলি ;
রাত্রে তার ঘ্রাণ আসে নাকে,
আঘ্রাণের নাড়ীগুলি কিছু হয় সবল সতেজ ;

পেশোয়ারি ফলের দোকানে
আমি শুধু পাই ছোবড়ার মতন খান দুই চার
সুপক্ক অমৃত-নিন্দ আস্বাদন
মেশে না কো মোর শোণিত প্রবাহে,
গাঢ়তর করে না উত্তাপ।

মোর কাটা শাল্‌তিখানি
হাটে-যাওয়া যাত্রীদের পার করে শুধু
শীর্ণ কানা-নদী।

ওদিকে বহিয়া চলে
গংগা পদ্মা মহানদ ব্রহ্মপুত্র বংগোপসাগর
আবেগে উচ্ছ্বাসে কম্পমান
পণ্যের সম্ভারে।

মেটো পথে সান্ধ্যভ্রমণেতে যাই
পাঁক-বোঁজা ফাটগুলি এড়ায়ে এড়ায়ে,
ঝোপে-ঝোপে শৃগালেরা ডাকে কোনোদিন,
পূতিপূর্ণ বাতাসেরা ফুস্‌ফুস্‌ চাপিয়া ধরে।
শহরের পথে পথে আতর ছিটায়ে
খেলা করে নভচারী জ্যোতিষ্মান পুরুষেরা যেন
উচ্ছৃংখল উদ্ভ্রান্ত যৌবনে।

অদৃশ্য ঊর্মিল স্রোতে তরল রাত্রির
দাঁড় ফেলে ফেলে বেয়ে যায় পিপাসু মনেরা,
সুমসৃণ হয় হৃদয়ের উদ্বেল আক্ষেপ,
মাথার খুলির শিরাগুলি জ্ঞানে ও চিন্তায় গাঢ় হয়।
সারাদিন হাড়ভাঙা মনভাঙা খাটুনির শেষে
রোগজীর্ণ দেহে মোর
আসে ঘুম।

তোমাদের দর্শনের সাথে তাই
কোনোখানে কভু মোর কিছু মিল নাই।

যেটুকু পেয়েছি হাতে,
মোর ভাঙা গোবরাটে লাগিয়াছে যতটুকু কাঠ,
জানালার ফাঁকে এসে কাঁপিয়াছে যেটুকু আকাশ,
মোর কাছে তাই সত্য হোক
মুছে যাক যুগপুঞ্জ স্তোকবাক্যের নির্মোক।

দুইদিক

জীবনের আছে দুটি দিক।

একদিকে অর্থ তার সহজ সরল,
মেলে তার
অংকের মতন ভাগশেষ,
মরাই ইঁদারা দিয়ে
খতিয়ান পাওয়া যায় এর !

আরো এক দিক আছে।

সেদিকে চাহিলে পরে
মনে হয়,
চারিদিকে খাঁ খাঁ করে তেপান্তর মাঠ,
কেন্দ্রে তার দাঁড়ায়ে একাকী।
যতদূর চাই
গাছ নাই ছায়া নাই
আশ্রয়ের কোন সীমা নাই ;
শুধু ফাঁপা ধূ-ধূ করা ফাঁকি
তার যেদিকে তাকাই।

অর্থ এর ব্যাখ্যা এর কিছু নাহি হয়,
বুদ্ধির সীমান্ত ঘিরে
জেগে থাকে শুধু বিষণ্ণ হৃদয়।

অন্ধকার

রোজ রাত নয়টায়
খরচের খাতাখানি এনেছে মুহুরী।
দাওয়ার উপর বসি'
টিম্‌টিম্‌ লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয়
দেখেছি হিসেব।

ছোট খাতা,
কাগজের কতগুলি কালি শুধু!

তাহারি উপর ভাই
মানুষের এই ছোট সংকীর্ণ বেষ্টনী
মেলিয়াছে কিছু তার জ্ঞানের প্রসার—
সারাদিন এলো আর গেলো কত তার!

দূর নীপবনে,
সারি সারি ঝাউ আর অশথের গাছে,
আরো দূর পাহাড় চূড়ায়
কাঁপে যেই নিঃসীম আঁধার,
সেই দিকে চোখ তুলে চাহি একবার

এই অন্ধকার
এপার হইতে যার ক্ষুব্ধ দৃষ্টি চলে না ওপার,
যাহার প্রবাহ বেগ একটি ফুৎকারে
নিঃশেষে নিভায়ে দেবে জানি একদিন
এই মোর থরোথরো প্রাণশিখাটুকু ;
এই বাড়ি, এই লোকালয়,
ওই দূর বাউরী পাড়ার মেটোঘরগুলি
ভেসে যাবে ;
মরমের কোনো কথা
যাহার প্রাণের তলে
তোলে নাকো একবিন্দু স্বপনের ঢেউ ;
খলখল অদৃশ্য নিঃশব্দ হাসি যার
দিকে দিকে শুনি,
বসি আজ পদপ্রান্তে তার
দেখিতেছি মানুষের খতিয়ান !

কয়েক মুহূর্ত শুধু ;
বোঝাপড়া সব হলো শেষ।

মুহুরী প্রস্থানকালে জোড়হাতে করিল প্রণাম
দূরের আঁধার পানে চাহিয়া বারেক
আমি হাসিলাম।

একা

নগরের কোনো এক প্রাসাদ চূড়ায়
বাঁধিয়াছি বাসা,
লোকজন থৈ থৈ করে,
সারাদিন হট্টগোল—
হাট যেন লেগেছে এখানে:
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি
ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করে সকলেই—
চারিদিকে জীবনের কি জাগ্রত অদ্ভুত প্রকাশ !
এর মাঝে তবু আমি একা ! !

নিরন্তর হৃদয়ের দোলা নাই আর,
দুটি কূল অন্ধ-করা
আশা আর আকাংখার ঝড় থেমে গেছে,
অভাবের শীর্ণ শিখা নাহিক কোথাও,
ভৌতিক দেহের ক্ষুধা—
সুধা হতে যাহা গাঢ়তর,
তাও ভাই মিটেছে অনেক,
যাহা দেখি নাই—
নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য সেই
চোখের গোড়ায় মোর চকমকি জ্বেলে চলে গেছে,

স্বপ্নের রূপসী এক—
বাসা যার মেঘের চূড়ায়,
শুধু যার পেলে দেখা
জীবনের অর্থ মেলে এক সাগর-কাঁপানো
তারো প্রেম তারো আলিংগন
শরীরের শিরায় শিরায় দিয়ে গেছে
শুচিময় শুভ্রতার পূতঃ আলিম্পন।

তবু কোথা ভরে মন ?
তবু কত একা !
কি নিবিড় কি গভীর একা ! !

স্রোত

কত ধর্ম কত জাতি
এসেছে নূতন,
মুখর মিছিলগুলি
লুপ্ত হ'ল দূরে দূরান্তরে,
সভ্যতার চূড়াগুলি
বার বার কতবার চূর্ণ হ'ল ;

তবু পথে নাই কো বিরাম—
আমি আসিলাম।

এখনো শুনিতে পাই রাত্রির তিমিরে
অস্ফুট পায়ের শব্দ যত,
কারা যেন দূরে করে সোরগোল ;—
বুঝিলাম,—
ভবিষ্য জগৎ আসিতেছে।

যারা এসেছিলো
তারা চলে গেছে ;
তারপর আমি আসিয়াছি
আমিও চলিয়া যাবো ;

যারা আসিতেছে
তারাও হারায়ে যাবে দূর নভপারে
কোনো একদিন।

উন্মুখর গতির প্রবাহে
ভেসে ভেসে মুছে যাই
আমরা সবাই।
শুধু যেই স্রোত বহে আসি—
সেই স্রোত বেঁচে থাকে।

বর্বর

বর্বর যুগের রাত
কতবার উলংগ বিকারে
আমার স্বপ্নের জাল ছিন্ন ক'রে দেছে,
কতবার চিতাভস্মে করেছে মলিন
আমার দিনের পরিচয়,—
দেখেছি নিজের এক গ্লানিময় ছবি
রাত্রির গোপন অন্ধকারে।

হে জীবন-বিধাতা আমার!
সেখানে কি সে-পংকীল পিচ্ছিল আঁধারে
তুমি পাশে ছিলে?
মত্তার সেই বিষভাণ্ড হতে
তুমিও কি মোর সাথে করো নাই পান
গরলের একমুঠো ঝাঁঝ?
তুমিও কি নামো নাই মোর সাথে সাথে
পাঁকে আর পাপে?

তাই যদি হবে
কেন তবে দিনের প্রশান্ত রূপায়ণে
বার বার জাগে ভয় মনে?

আজিকার এই স্নিগ্ধ প্রভাতের দিকে চেয়ে চেয়ে
বার বার কেন মনে হয়
গ্লানিময় সে অতীত
ধুয়ে মুছে মরে যাক ?

জীবন জাগিয়া উঠে
চারিদিকে চাহিয়া দেখুক চোখ মেলে
স্নাত-পুণ্য যুবতীর দেহের মতন !

একদিন

ভালোবাসা একদিন
তটপ্রান্ত খুঁজি খুঁজি
পারে এলো এই চেতনার,
কান পেতে শুনেছিনু
শিরায় শিরায় মোর
সমুদ্বেল অভিসার তার।

খুলির খুলিল খিল,
মজ্জাগুলি মুখ মেলে,
বসুধার সুধা নিল ভরি,
ব্যাকুল প্রবাহ এক
ব্যর্থ করি ব্যথাগুলি
দূর বনে বাজিল মর্মরি।

অতনুর ভূন হতে
তরংগিয়া তীরগুলি
রচে এক জ্যোতির্ময় তীর,
আর এক বিস্ময় এলো,
দুকূলের কূলে কূলে
মুকুলেরা দুলিল অধীর!

সে ঢেউ মুছিয়া গেছে।
নীড়ভাঙা নাড়ীগুলি
জাগে আজ নিশ্চুপ নিঃসাড়,
মেদ আর জলদের
স্বপন মুছিয়া গেছে,
আছে শুধু শীর্ণ স্মৃতি তার।

দেউল দেউটিগুলি
ধীরে ধীরে নিভে গেছে
অন্ধকার রাতের স্বননে।
তবু বাই প্রাণ-তরী
বুঝে আর বুঝে বুঝে
হৃদয় ধুঁকিছে প্রতিক্ষণে।

রাত

রাতগুলি আসে আর যায় !
দিনের আলোয়
তাহাদের ক্লান্ত স্মৃতিটুকু
বার বার মুছে মুছে যায়।

তবু এক রাত মোছে নাক !
তাহার আঁধারটুকু
গভীর গহনে আজো কাঁপে !

জ্যোৎস্না-কাঁপা সাগরের কোন রাত নয়,
মঞ্জরীরা দুলে দুলে যেই ছায়া ফেলে
তাহা নয়,
পাখীর পাখার পাশে কাঁপে যেই
ছিন্ন ছিন্ন ছোট ছোট রাত—
তাও নয়,
চিন্তার সীমানা শেষে জাগে এক রাত—
সেও নয়,
মৃত্যুর কবর তীরে কাঁপে যেই তিমিরের ভয়
সেও নয়।

মানুষের চেতনার পরে
পড়ে আছে গাঢ় এক ছায়া—
এ যে সেই রাত!

সব রাত আসে মুছে যায়,
আঁধারের বীজগুলি
জ্যোতির্ময় আলোতে মিলায়
এই রাত জেগে থাকে।

ভাঙা হাট

জীবনের নষ্ট-নীড়ে
বাঁধিয়াছি বাসা মোরা।
ভেসে ভেসে খরস্রোত পর
কূল হতে কূলে কূলে
ঘাট হতে ঘাটে ঘাটে
কিছুকাল ফেলেছি নোঙর।

এতটুকু বাঁক তার
ঘুরাবার শক্তি নাহি,
শুধু ব'সে ধ'রে থাকি হাল,
আঁধার সমুদ্র ডাকে,
ছুটে চলে জীর্ণ তরী
রব করি 'সামাল্ সামাল্'।

এই ত জীবন ভাই।
স্বপ্ন তবু আসিয়াছে
প্রেম রচে মেঘ-মাদকতা,
নীড় বাঁধিবার সাধ
হৃদয়ে উঠেছে কেঁদে
প্রাণে জাগে আকাশের কথা

কোথাকার ফুল এক
বাতাসে ঢেলেছে বাস
অকস্মাৎ গন্ধ পেনু তার,
আশায় উন্মাদ মন
ছুটিয়া চলিতে চাহে
অপারের খুঁজিতে কিনার।

ঈশানের মেঘ আসি
ঢেলে গেলো বারিধারা,
জনহীন নিস্তব্ধ প্রান্তর
অকস্মাৎ মুখরিত।
হৃদয়ের দূর তটে
শুনিলাম অরণ্য মর্মর।

চোরাবালি পরে তাই
বাঁধিলাম এই ঘর,
পাতিলাম এই ছোট হাট,
যদিও জেনেছি মনে
এ হাটের সবই ভাঙা
এ ঘরের নাই কোনো ঘাট!

মৃত্যু

তোমরা দেখেছ মৃত্যু
দেহটারে দশজনে করেছে বহন,
পিছে তার
জনতার শোকাকুল উন্মত্ত চীৎকার।

আরো এক মৃত্যু আছে—
এই চেতনার পরে
গাঢ় পক্ষ-ছায়া ফেলে নেমে আসে
জ্যোতির্ময় আরেক চেতনা।

এতটুকু ফাঁক তার থাকে না কোথাও,
এতটুকু ফাঁকি তার রয় নাক বাকি,
সে দেহের এতটুকু হাড়
কোন্ এক তীরের কথা কয় বার বার !

উঠে হেঁটে ঘোরে সেও
তোমারি আমারি মত,
অবিকল আগের মতন তার সবই থাকে ঠিক—
আরেক আশ্চর্য নাড়ী ভিতরেতে করে টিক্ টিক্।

সেদিন পথের বাঁকে
হঠাৎ দেখিনু তারে
বসে আছে এক ফুটপাতে।

জনতা জমেছে দূরে
সসম্ভ্রমে করিছে প্রণাম।
দুঃখ তাপ জ্বালা ও যন্ত্রণা
সাশ্রুনেত্রে জানায় সকলে,
একে একে কাছে ডেকে
ঝুলি হতে কি যেন সে দেয়,
কিম্বা ধুনী হতে কিছু ছাই ;
হাত পেতে উন্মুখ জনতা তুলে লয় তাই,
লুটায়ে প্রণাম ক'রে
একে একে ফিরে যায় ঘরে।

জনতা ভাঙিয়া যায়
তখনো সে বসে থাকে।

সকলের অশ্রু মুছে
ঢুলু ঢুলু চোখে তার অশ্রু নামে—
করুণায় বিগলিত গভীরের বাণী।
তারপরে ওষ্ঠে ওঠে হাসি
সৌম্যতার স্নিগ্ধতার আবির মাখানো।

শৃংখলিত

বহুদিন পরে
অকস্মাৎ দেখা হ'ল আজ
সেই পুরাতন মোহানার ধারে।

যে স্রোত তোমারে দূরে লয়েছিল টানি,
সেই স্রোতই পুনঃ আজ
তোমারে নিকটে লয়ে আসে,
বেঁধে দেয় জীবনের তার ;—
শুনিলাম কিছু তার প্রাণের ঝংকার।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র !
তারপর তুমি চলে যাবে,
আমিও ফিরিব বাড়ি,
অন্ধকারে হবো পথহারা।
ওধারে তোমারো চারিদিকে জেগে রবে
সমাজের কঠোর পাহারা।

আবার হয়তো পরে দেখা হবে ;
আজিকার মত

বসিবে আমার পাশে আসি কিছুক্ষণ,
চারিদিকে চেয়ে রবে নির্জন প্রাংগণ।

এই বিশ্ব-প্রকৃতির বিরাট অংগণে
আমরা ত শৃংখলিত !

দৃঢ় অক্ষরেখা ধরি গ্রহতারা ঘুরিছে গগনে,
বীজগুলি হয় ফুল,
তারপর মেলে ধরে ফল,
শীতের বিশীর্ণ নদী ভাদরেতে ডাকে ছলোছল

আমাদের এই দেখা
এরো কোনো রহিয়াছে মানে,
প্রকৃতির আছে কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ !

দোটানা

দোটানার উজানি হাওয়ায়
আমরা বাঁচিয়া থাকি।

এই যে জীবন,
যে জীবন পাইয়াছি বুকের তলায়,
যে জীবন ধুক ধুক করে
কোনো এক সূক্ষ্মতম হৃদয়ের কোষের ভিতর,
সে জীবনে চলিতেছে আশ্চর্য দোটানা এক।

সে জীবনে একপার নিরন্তর ভেঙে যায়
একপার গ'ড়ে ওঠে,
একপার ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়,
অন্য পারে ভেসে চলে তার দিক-ছোঁয়া নায়।

কি আশ্চর্য দুর্ভেদ জীবন!

তলে এর ক্ষয় ও প্রাপ্তির
রহিয়াছে নভ-ঢাকা আঁধার প্রাচীর :
জ্ঞানের আলোক জ্বালি—
চারিধারে আঁধারেরা আরো করে ভীড়।
জীবনের এইটুকু মানি,
বাকি তার কিছু নাহি জানি।

দূর

দূর হতে আরো বহুদূরে—
সুদূর ক্রীটের নিচে,
কিম্বা তক্ষশিলার তলায়,
কিম্বা এক সুমাত্রার গবেষণাগারে,
মন মোর ছুটে যায় বারে বারে।

অবসন্ন সন্ধ্যা আসে,
পৃথিবীর ক্ষুব্ধ ডানা বন্ধ হয়,
বন্ধ হয় মেসিনের জাঁতা-পেষা,
নিশুতি রাত্রিটি এক
নিতান্ত অবুঝ ছোটো মেয়ের মতন
কানে কানে ধীরে কথা কয়,
'ঘুমাও অধীর কবি
বিশ্রামের এসেছে সময়।'

তারপর
শরীরের প্রতি কণিকায়
এঁকে দিয়ে যায়
সুন্দর ঘুমের জলছবি।
ঢুলে আসে দু'নয়ন।

তবু কোথা মনে নামে ঘুম ?
উদ্দাম তারার মত বেগে
সে যে তবু ছুটে ছুটে ঘুরিয়া বেড়ায়
রাত্রির কিনার দিয়ে দিয়ে।

পাত

জীবনের পাতখানি ভরি
হেরি শুধু উদ্দাম প্রবাহ।

উদয়ের সুপ্রভাত হতে
সেখানে পাখীর পাখা
স্থির হয়ে দেখে না আকাশ,
সেখানে মেলে না বীজ তাহার শিকড়,
চারিদিকে শুধু তার গতির মর্মর।

তার পরে আজ এই উৎসবের দিন
কোনো একজন
রেখে গেল কিছু স্নেহ কিছু ভালবাসা,
করিল প্রণাম।
আমি হাসিলাম।

কতটুকু

কতটুকু জীবনের জানি
কতটুকু তার জানাই বা যায় !

অন্ধকার হতে উঠি
মিশে যাই অন্ধকারে ফের ;
জ্বেলে রাখি এক ম্লান আলো
ঘন কুয়াশায় ।

কুয়াশা মোছে না ভাই ;
যেটুকু কাটিয়া তার বাধা আমরা সবাই
উৎসুক নয়ন মেলে দিকে দিকে চাই,
তলে তার দেখি আরো
অন্তহীন ধাঁধার জটলা ।

এইটুকু বুঝি শুধু
যাহা বুঝিয়াছি তাহা কিছু নয়,—
একফালি আলোকের শিষ,
চারিদিকে আঁধারের দুর্ভেদ বিস্ময় ।

ভোরে

সূর্য তখনো ওঠেনি,
আকাশে তখনো চাঁদের ফিকে জ্যোৎস্না,
তখনো গাছের আশেপাশে আধেক আঁধার

হঠাৎ আজ এত ভোরে
নেমে এসেছি পথে ;
ঘুমন্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে
নদীর বাঁধের উপর এসে বসেছি।

প্রকৃতি আজ শান্ত স্তব্ধ ;
সামনের এই নদীও আজ
স্পন্দহীন, স্রোতহীন।
ভাদ্রের এই মরা জ্যোৎস্নায়
নিঃসাড়ে সে রয়েছে শুয়ে
প্রগাঢ় ঘুমের নিবিড় আচ্ছন্নতায় !

অথচ আমি জানি
এই নদীর জলে
একদিন ছিল উন্মুখর স্রোত

শিরায় শিরায় ছিল প্রাণের চঞ্চল ফেনিলতা,
কূলে কূলে ছিল তার স্বপ্নিল প্রহরেরা।

তোমাকে হঠাৎ মনে পড়লো।
তুমি আজ সরে গেছ দূরে—
স্তব্ধ হয়ে গেছ এই নদীর মতই।

কিন্তু এ ত সত্য নয়,
এই মরা প্রাণহীন নদী
আবার একদিন শতধারায় বেঁচে উঠবে,
বিষাণ কাঁপানো ছলোছলো তার জল
আবার সমস্ত গ্রাম ভাসিয়ে দেবে।

তুমিও একদিন
জানি এই নদীর মতই
আবার আমার কাছে আসবে
তোমার আবেগ-সমুদ্র নিয়ে।

কিন্তু এ অসংযত উন্মত্ত অস্থির মিলন
এ ত আমি চাই না!
এই মরা নদীর মত
স্তব্ধ হয়ে আসবে যেদিন
সেদিন হঠাৎ এমনি কোনো এক ভোরে
তোমার বাঁধের উপর গিয়ে বসবো কিছুকাল

আস্বাদ

মাঠ হতে মাঠে মাঠে,
ঘাট থেকে ঘাটে ঘাটে
জীবনের আস্বাদের পাত্রখানি লয়ে
ঘুরিতেছি আমি।

আস্বাদ মেলে না কোথা!

যাহা খুঁজি,
যে সুধার লাগি
অনির্বাণ ক্ষুধা জেগে রয়
হৃদয়ের কোষগুলি জুড়ে,
একটি গণ্ডুষমাত্র পান করি যার
মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ল দৈত্যবর,
মুণ্ডকাটা—
কি দুর্বার ক্রোধে তবু
ঘোরে সারা অন্তরীক্ষময়,—
সে অমৃত কোথা রয়?

মাঝে মাঝে আসে এক ঢেউ,
কিছুকাল থাকে তার স্রোত,

ধরে এক অবর্ণিত রূপের চন্দ্রিমা
সহসা আকাশ
জীবনের সুরগুলি সাধিবার মেলে অবকাশ।

তবু জানি·এও কিছু নয়,
একদিন সে ঢেউ মিলায়,
দিনে দিনে জীবনের জমেছে জঞ্জাল,
মৃৎপাত্রে মেলা শেষে পড়ে থাকে বিশীর্ণ কংকাল

স্বপ্ন মুছে আরবার উঠিয়া দাঁড়াই,
আস্বাদের পাত্রখানি মেলে ধ'রে
দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াই।

ছায়া

আমাদের জীবনের পিছে
জেগে থাকে এক ছায়া !

তুমি কি কখনো
নির্জন একাকী পথে আবছা আলোয়
পাও নাই স্পর্শ তার অদৃশ্য হাতের ?
কভু কোনো সূর্য-ডোবা সিন্ধুতীরে
দেখনি তাহার ছবি
আকাশ বাতাস মাটি জলে ?

কভু কোনো রাত-জাগা গাছে
পাও নাই পদশব্দ তার
পাতার মর্মরে ?

জীবন জটিল হোক,
মেঘগুলি রচুক মড়ক,
কুয়াশা নামুক তার চারিধারে
যত পারে,
তবু এর স্বপ্নখানি

কোন্ দূর নীল পাহাড়ের
হয় নাক ম্লান।

সব ফাঁস ব্যর্থ করি
এই ছায়া ধরে কায়া কখনো কখনো;
আঁধারের ধাঁধা কাটি
জীবনেরে করে মধুময়,
ঘোষে তারি জয়!

বিদ্যুৎ

দুটি পার অন্ধকার—
মাঝখানে আলোর বিদ্যুৎ।

সংকীর্ণ জ্ঞানের দীপে
এই আঁধারের পরে রচি সেতু,
কিছু বুঝি কিছু পাই হেতু,—
জীবনের এক মানে তুলে ধরি।

তবু জানি
এ তো কিছু নয়,
সব শেষে আছে এক রাত
অন্ধকারময় ;—
সেই অন্ধকারে মিশে যাই।

পুনঃ উঠে আসি,
এক বার্তা বহে আনি।
আবার হারায়ে যাই তার তলে।

চলোনা

চলোনা বেড়াতে যাই
বহুদিন যাওনি ত
ওই রাঙা পলাশের বনে,
পাশে যার ধানক্ষেত
দূরে সরিষার চাষ
স্বপ্নের মতন হয় মনে !

এই ঘর দাওয়া চক—
সংকীর্ণ পৃথিবীখানি,
পিছে পড়ে থাক কিছুকাল,
মানুষের এই ডেরা—
আরো যা সংকীর্ণতর,
জীবনের জুটায় জঞ্জাল !

এখানের বিধিগুলি
প্রতি প্রশ্বাসের সাথে
মেদটুকু চুষে চুষে খায়,
নাড়ীর যেটুকু রস
এখনো রয়েছে বেঁচে
তাও বুঝি শেষ হ'ল হায় !

যবনিকা শেষে তবু
জানি বাঁশী বাজিবে না
দিকে দিকে নামিবে আঁধার,
স্তব্ধ মূক গৃহ-কোণে
দীপ-সারি লুপ্ত হবে—
এই আশাগুলি আজিকার !

ক্ষুদ্র এক বিন্দু সম
এ পৃথিবী মিশে যাবে
আঁধারেতে আঁধার সমান,
মরা এক ধারা শুধু
চড়ার বিস্তারে বসি
শুনে যাবে পারের আহ্বান !

"হাতে আছে বহু কাজ"—
কহিল সে। ফেলে দাও
করেছো অনেক, আর নয়,
কাজেরই বোঝাতে তরী
ভরা শুধু স্থান কোথা,
প্রাণ আরো যত কথা কয়।

এস এস চলে এস
বেড়াতে দুজনে যাই
কিছুকাল ওই দূর বনে,

কূপ-ঘেরা ধরাটুকু
দূরে পিছে পড়ে থাক
লাগুক নবীন হাওয়া মনে।

স্নায়ুগুলি চলো ভরি
নূতন বাতাসে বসে,
শিরাগুলি বারেক কাঁপুক.
"ঘর যদি ভেঙে যায় ?"—
ভেঙে যাক, পান করো
পলাশের একটি চুমুক !

বালুচরে

ধরণীর এই দীর্ঘ বালুচরে
যারা এলো গেলো,
তাদের স্মৃতির তটে
কোনো স্বপ্ন যদি জেগে থাকে
এই মেঘ নদী ও মাটির,
যদি কোনো আলোর প্রাকার
মেলে ধ'রে থাকে এক পলকের দ্যুতি
অলাত চক্রের মত,
হোক তাহা যতই ক্ষণিক,
হোক তাহা যতই ভংগুর,
সেইটুকু ঘিরে আজ এ প্রভাতে
জাগে মনে প্রশান্তি প্রচুর।

রোগশয্যায়

দুইটি বৎসর ধরি শয্যাশায়ী,
ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আসে,
চোখ দুটি জ্বালা করে সারাক্ষণ,
মাথাটি ভাঙিয়া পড়ে যেন দুর্‌দুঃসহ ভারে।

গতকাল হতে ফের
উৎকট যন্ত্রণা এক হইতেছে ইহার উপর,
অন্ত্রের ভিতর—
যন্ত্রণায় বুক ভেঙে যায়।

জোর করি তবু ভাই
উঠিয়া এসেছি আজ বাহির রোয়াকে।
ম্লান চোখে দেখি চারিদিক,
ধূসর সায়াহ্ন নামে,
গলির অস্পষ্ট অন্ধকারে
খেলা করে পাড়ার ছেলেরা।

এই পথে ভাই
যুগে যুগে ভেঙে গেছে
যাযাবর জনতার মেলা,
তাতার হূনের হ্রেষানাদ

মিশে গেছে এক ফোঁটা জলের মতন,
মোগল পাঠান—
তাদের শিবিরগুলি হ'ল খান্ খান্।

আমিও মিশিয়া যাবো—
আমি ? আমি ?—
অকস্মাৎ পায়ের নিচের মাটি উঠিল কাঁপিয়া,
অতল আতংকে ভাই ডুবে যাই
কোন্ রসাতলে !

দেখিলাম সে আঁধারে
আগুনের কুণ্ড জ্বলে এক,
চারপাশে তার বিকট উল্লাসে
উলংগ প্রেতেরা যত নৃত্য ক'রে ফিরে.
আকাশে বাতাসে শুনিলাম
কি বিকট তাহাদের হাসি !!

সভয়ে চকিতে
দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করি,
পড়পড় দুটি পায়ে ছুটিয়া আসিয়া
ঢুকে পড়ি ঘরে,
ত্বরিতে উন্মুক্ত দ্বার বন্ধ করি।

চিন্তা

চিন্তার সীমানা কোথা ?

ধূলার আকাশ ছাড়ি
চেতনার ঊর্ধলোকে আরেক আকাশে
তাহারা জাগিয়া থাকে
অনির্বাণ নক্ষত্রের মত।

তুমি আমি আসি যাই,
খুদ আর খোরাকের বিবাদ মিটাই,
মাঠে মাঠে ভেঙে যায় হাট,
তালবনে ছায়া নেমে আসে,—
তবু এরা জেগে থাকে সে আকাশে !

তারপর কোনোদিন কোনো এক ক্ষণে
(হয়তো হাজার যুগ গেছে কেটে)
নেমে আসে কোনো এক চেতনার পর,
তাহারি ইংগিতে ভাই সচকিত বিরাট ভূধর !

চিন্তার সীমানা কোথা ?

যুগ যুগ ধরি
ইহুদীরা যার লাগি ছিল প্রতীক্ষায়,
সে মহাপ্রকাশ এলো !
নিঃশব্দে গোপনে জন্ম হ'ল তার অশ্বশালে !
হেরডের সেনানীরা
ঘরে ঘরে তার লাগি
শিশুরক্তে মাটি করে লাল,
সে দুলাল তবু বড় হ'ল !

দিক-জোড়া রোমের শাসন
প্রাণান্ত যোঝার শেষে
তার পদতলে ভাই মেলে দিল পূজার আসন,
দিকে দিকে দেশে দেশে তারি লাগি উঠেছে মিনার,
তারি জয় ঘোষে অনিবার।

চিন্তার সীমানা কোথা ?

কবে কোন্ আদিম মানুষ
বনে বনে একদিন ফিরেছিলো একা,
শ্বাপদের সনে যুঝে যুঝে
চোখে মুখে ছিল তার
মৃত্যুরূপী গাঢ় এক ছায়া,
গিরির গুহাতে কভু,
কখনো বা বৃক্ষতলে

হঠাৎ বিনিদ্র চোখে
হয়তো বা দেখেছিলো আশ্রয়ের নির্ভীক স্বপন।—

তার লাগি
এই মাঠ এই পোড়ো জমি
এতদিনে হ'ল উপবন,
তাহার আতংক-ভরা হৃদয়ের স্বর
রচিয়াছে কূলে কূলে যত খেলাঘর,
ঝড়-ভাঙা রজনীতে পেয়েছি আশ্রয়,—
নিশ্চিন্তে পালংকে শুয়ে
মুছিয়াছি তুমি আমি হৃদয়ের ভয়।

চিন্তার সীমানা কোথা?

আশ্চর্য মানুষ

যে মানুষ খায় দায়
উঠে হেঁটে ঘোরে ফেরে,
স্নান সেরে জমে গিয়ে
বিকালের চায়ের মজলিসে
তাহারে যে চেনা যায়,
বোঝা যায়
গণিতের ধাপের মতন।

কিন্তু হায় হৃদয়ের তলে
আছে এক আশ্চর্য মানুষ।
কাজ আর সমাজের ঘূর্ণিতলে
গোপনে একান্তে নিরালায়
সে যে শুধু লিখে যায়
দপ্তরের খাতা।

কখনো কোনো বা অবসরে
মাঝে মাঝে উঠে এসে
সেই লেখমালা তুলে ধরে।
চেয়ে দেখি,—
অদ্ভুত দুর্বোধ যতো আঁক,
মানে তার কিছু বুঝি নাকো।

এ মানুষ কী যে চায়,
তৃষ্ণা তার কিসে মেটে,
কী যে তার উদ্ভট খেয়াল,
আজো তার পাইনি নাগাল।

ছায়া-ঘেরা

ছায়া-ঘেরা ছিল এক বন
ধরিত অপূর্ব এক ছবি
মাঝে মাঝে মেঘের মতন।

তাহারে পিছনে ফেলে এসেছি এখানে।
এখানে কোথায় ছায়া?
কোথা মেঘ? কোথা প্রাণ? প্রাণের রণন?
তীরে তীরে স্বপ্ন-মাখা কোথা ঝাউবন?

এখানে রয়েছে শুধু
কাঠ-জ্বলা গ্রীষ্মের দুপুর,
প্রান্তরের রোদ-পোড়া গান,
যাহার নিশ্বাসে ভাই
হু হু ক'রে জ্বলে যায় প্রাণ!

মৃত্যু এলো

মৃত্যু এলো।
ডাঙার ওপর থেকে ভেসে গেলো
ছোটো এক খড়কুটো।

কোথা গেলো ?
কেন গেলো ?
কোন্ আঘাটায় ফের তার
মিলিবে আশ্রয় কিনা ?
ঘর-ফেরা শ্রান্ত-পাখা পাখীর মতন
শান্ত শুভ্র ছোটো এক নীড়
খুঁজিবে সে কি না
জানি না কো !

শুধু জানি
অতি দূর দিগন্তের বালির চড়ায়
অতি ক্ষুদ্র এক স্থান
হয়ে গেলো খালি,—
পড়ে রবে চিরকালই খালি !

আশ্বাস

মরা এ-নদীর বাঁকে বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে পাল তুলে মোর তরে এসেছিলো যারা,
কোথা আজ তারা ?

আজ শুধু সন্ধ্যা নামে শূন্য বালুচরে
পথশ্রান্ত ক্লান্ত এক পাখীর ডানায়,
গোলাপী রঙের আভা ঢলে পড়ে দূর ঝাউ বনে,
আকাশ দুকূল ছেপে আসে ভাই আঁধারের ঢেউ।

মনে হয়,
হরিণ-চোখের জলে আর
শিশিরের পায়ে পায়ে নরম প্রলেপ লেগে লেগে
মুছে গেছে সভ্যতার কতো যে স্বাক্ষর,
কতো যে প্রদীপ নিভে গেছে,
দূর বনে থেমে গেছে মেষশাবকেরা,
মাটির জঠরে মরে পচে আছে কতো যে অংকুর।

তবু আমি খুঁজিতেছি তোমার আশ্বাস,
তোমার নয়ন দুটি
কোথা যেন আজো হায় চায় মোর পথ,
তোমার সে উষ্ণ-প্রেম খোঁজে যেন আমাতে নির্বাণ।

বিস্মৃত

ভাঙা তীর
স্বপ্ন দেখে স্রোত-কাঁপা শাঙন-নদীর,
বালুচর
বাসা খোঁজে কোন এক
জল-ভেজা ফসলের মাঠে,
দূরের পাহাড়
হতে চায় উড়ু উড়ু
ছটফটে পাখীর মতন,
আরো দূরে শালবনে
দুপুরের কবোষ্ণ বাতাস
ডাক দিয়ে ফেলে যায় তাহার নিশ্বাস।
কাঠ-ফাটা রোদে
অনেক ছাতার এসে
তীরে ব'সে পোকা ধ'রে খায়।

ব'সে আছি ঘরের দাওয়ায়।

বারে বারে
মন ছুটে যেতে চায়
অতীতের কোন্ এক বিস্মৃত কিনারে

এমন হয়েছে কতোবার,—
কতোবার।

কতোবার মৃত্যু এসে
হানা দিয়ে গেছে :
নিরন্ন মায়ের হাত
কেঁদে গেছে ছেলের শিয়রে ;
প্রেমিকার চোখের পাতায়
অতল হ্রদের তল
খুঁজে পাওয়া গেছে ;
শীর্ণ দিন কেঁদে গেছে
পলাতক সূর্যের পথের রেখা ধ'রে ;
রাত্রির মশালগুলি গেছে নিভে
বারবার,—
কতোবার।

তবু হায় চিন্তা আসে,
মেঘ আসে বৃষ্টি আসে আমার নয়নে,

কল্পনার ভীরু পাখী যতো
উঠে বসে পাখা ঝাড়া দিয়ে,
দিনের রাত্রির দূত যতো
শুনি চুপে চুপে কথা কয়।

ঘুম

ঠং ঠং
রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'ল,
রোগজীর্ণ দেহখানি মেলে
জেগে আছি একা।

দূরে জাগে
চতুর্থীর একফালি চাঁদ ;
শীর্ণ আলো তার
এককোণে পড়েছে ঘরের।

পৃথিবী ঘুমায়ে পড়ে—
মোর চোখে কোথা ঘুম ?
জাগরণ ?—
সে ত কতটুকু ?

যুগে যুগে জনতার বসিয়াছে মেলা ;—
মেলা শেষে ফের
মিশে গেছে ঘুমে।
এই যে নগর
এও ভাই ঘুম হতে উঠিয়াছে,

সমস্ত ব্যস্ততা এর
আরবার মিশে যাবে ঘুমে।

আমরাও সেই ঘুম হতে আসিয়াছি,
আবার হারায়ে যাবো একদিন
তারি তলে।

দিক-জোড়া এত ঘুম,
তবু আজ রাতে
এই ঘরে ঘুম নাই।

এখানে

এখানে পূবের সূর্য
স্বপ্নহীন স্নেহহীন নিষ্করুণ
জানি শেষে ডুবে যায় নিরুত্তাপ নিশ্চিহ্ন সন্ধ্যায়,
পশ্চিম গগনে।
ভারাক্রান্ত দেহ মনে
আশার কংকাল নিয়ে
শ্লথ পায়ে মুছে যায় দিন।

রাত্রি যে কঠিন আরো ;
অবসন্ন রাত হয় কর্কশ দিনের চেয়ে রূঢ় ;
মুষ্টিমেয় যাহা আসে
দিতে হবে তুলে তাই
ক্ষুধিত জঠরে যতো ভাবী মানুষের।
সারারাত্রি আনে তারপর
মড়ক বন্যার মতো বীভৎস সে এক নীল ঝড়।

কীটদষ্ট বিছানার পরে
শুয়ে শুয়ে মনে হয়
অযুত বছর হতে যেন আছি ম'রে।

ছোটফুল

আমি এক ছোট বুনো ফুল,
নাম মোর জানে না ত কেউ,
ধরণীর এক প্রান্তে ফুটে আছি।

চারিদিকে জীবনের বিচিত্র জটলা!—
থরে থরে ফুটেছে কত না ফুল
ধরণীর মাঠগুলি ছেয়ে,
ঘ্রাণে তার লুব্ধ অলি ছুটে আসে,
বাতাসের উদ্দামতা উন্মাদন আনে
মনে প্রাণে।

আমি দূরে থাকি,
দক্ষিণের ঢেউ আসি কখনো কখনো
দিয়েছে খানিক দোলা,
ভেসে গেছে গন্ধ মোর কিছু দূরে,
হয়তো পায়নি কেউ।

তবু আমি এক ফুল
মেলেছি নিষ্প্রভ গন্ধটুকু

ধরণীর বুকে।
তবু আমি জানি,
অকূলের কূল হ'তে
কোনো এক বার্তা বহে আনি

সন্ধ্যা

আঁধারের উর্ণনাভ চতুর্দিকে রচিতেছে জাল,
জীবনের সব মানে প্রতিপদে করে অস্বীকার,
ধূসর পাণ্ডুর দেহে প'ড়ে আছে নিশ্চল নিশ্চুপ
দূর গগনের গায়ে পুরাতন 'নন্দন পাহাড়'।

ভাঙিয়া আলোর বাঁধ মৃত্যুর অজস্র স্রোত এলো,
স্তিমিত আকাশে হ'ল জোয়ারের আবেগ সঞ্চার,
শুরু হ'ল অভিযান আকাশ-সাগরে তরী লয়ে,
নিশার প্রদীপ জ্বেলে শত শত বিগত আত্মার।

সম্মুখে সর্পিল পথ ; বুকে তার পদচিহ্ন আঁকা,
বিপুল জনতা বুঝি মাগিতেছে মুক্তির আশ্বাস :
নগরের ক্ষুব্ধ স্মৃতি জেগে আছে দূর গাছে গাছে,
রণিত কংকাল নিয়ে প'ড়ে আছে অতীত-বিলাস।

সময়ের নষ্ট-নীড়ে জানি মোরা বাঁধিয়াছি বাসা,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রতিদিন প্রতিপলে লুপ্ত হয়ে যায়
তোমার আমার হায় অসহায় ক্ষুদ্র দুটি ভেলা ;
শেষে জানি ভেসে যাবে অতীতের বিপুল ভাঁটায়

ক্ষত

কে জানে কোথায় মোর র'য়ে গেছে জ্বালাময় ক্ষত,
কোন সে গভীরতম হৃদয়ের অতলের তলে
নিদ্রাহীন তমসার ছায়াচ্ছন্ন নির্জন স্তবকে
অতীতের আততায়ী হানা দিয়ে ফেরে অবিরত।

আমার আবেগ যতো এসেছিলো অনাহত শিশু
বুকে তার ছিল না যে ক্ষুদ্রতম বিষের অংকুর
জন্মের গ্লানিমা যতো প্রতিভাত হ'ল ধীরে ধীরে
ভয়াল সর্পের মতো তারা আজ ফুঁসে ওঠে ক্রূর।

পঞ্চাংক নাটক মোর মাঝখানে হ'ল সমাপন,
ছিঁড়ে গেলো যবনিকা, চিহ্ন নেই অভিনেতাদের,
জনহীন রংগগৃহে আঁধারের চক্রব্যূহ হ'তে
শুনি আজ থেকে থেকে ধরিত্রীর আদিম গর্জন।

ও দিকে

ওদিকে সীমান্ত শেষে
প'ড়ে আছে মানুষের গলিত দলিত মৃত শব ;
পশ্চিমের নামহীন সে কোন আকাশে
চিরতরে সন্ধ্যা নেমে আসে।
তাহাদের স্থির চোখে
থেমে আছে সময়ের ক্ষিপ্র ডানা নাড়া,
থেমে আছে কতো গান শিশিরের !
তাহাদের নোনা ঠোঁটে
একটি সফেন রেখা থেমে আছে মরা সমুদ্রের।
এদিকের নিশ্চিন্ত আকাশে
ঘনায় দুরন্ত ঝড়,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ যতো ভয়
জীবন্ত ছায়ার।
এদিকে ছায়ার ঝড়,
ওদিকেতে গলিত দলিত যত শব
এ-দুয়ের মাঝে আজ হয়ে গেলো টিউনিস্ উৎসব।

এরা কেন ?

এরা কেন চারপাশে ভীড় ক'রে আছে ?
এদের চাইনি আমি।

চেয়েছি যাদের
তারা তো থাকে না হেথা,
তারা তো করে না স্নান
বিলাসের উচ্চকিত স্পন্দিত ডানায়,
তারা তো দেখে না চোখে
ধবল পাহাড় ফুঁড়ে যতো সূর্যোদয়,
তারা তো শোনে না কানে
ভোরের পাখীর গান বসন্তের কৌস্তুভ অঞ্চলে

তারা শুধু জানে এক ক্লেদাক্ত প্রভাত,
একটি বিষণ্ণ ঋতু,
অবসন্ন ক্লান্ত সন্ধ্যা এক।

কোন্ এক অজানা উজ্জ্বল রাতে
কোন্ এক দূর বনের দুরন্ত নির্জনতায় বসে
কোন সে আদিম কবি
দুচোখে বিহ্বল বিস্ময়
আর অরণ্যের অপরিমেয় জিজ্ঞাসা নিয়ে,
এই দিক-দিগন্তব্যাপী পূর্ণজ্যোতি চাঁদের দিকে চেয়ে দেখেছিলো?
কবে?
সে কতোদিন?
কে জানে!

গভীর অন্ধকারের শাখে শাখে
সেদিন কবির যে বাণী গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিলো,
যে বিপুল পুলকে
সমস্ত হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়ে সাপের মতো
ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিলো
আজ তারা কোথায়?

শুনি শুধু তাদের একটানা গভীর দীর্ঘশ্বাস চারিদিকে—
শুক্‌নো পাতার মর্মরে,
তটিনীর বৈচিত্র্যময় তোয়ধারায়,

আর আকাশের বিস্তীর্ণ মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে।

আজ আমাদের শিরায় শিরায় নতুন রক্ত,
নতুন প্রশ্ন,
নতুন জীবন।
আজ আমাদের চোখে নেই বিস্ময়
নেই কোনো তন্দ্রার স্খলিত ঘোর
নেই কোনো অহেতুক জিজ্ঞাসার লঘুতম পদক্ষেপ।

আমি জানি,
তরল রূপার বন্যা ঢেলে দিচ্ছে ঐ যে চাঁদ
দিক-দিগন্তকে ফেনিল স্বপ্নিল করে তুলেছে ঐ যে চাঁদ
'ওতে নেই কোনো আলো কোনো তেজ কোনো তরংগ
নেই কোনো স্বপ্ন কোনো কল্পনা কোনো কাব্য
নেই কোনো প্রাণী কোনো নিশ্বাস কোনো স্ফুরণ ;
ওতে রয়েছে শুধু
পাহাড় পাথর আর মাটি !

মুছে যাক

আসুক ধ্বংস
মুছে যাক এ বৃদ্ধ শহর,
আর জরাজীর্ণ এ সভ্যতা।

এই তুমি
এই নগ্ন ক্ষুধার্ত নির্বাস তুমি গভীর রাতে
যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াও স্তব্ধ হয়ে
তোমায় দেখি এক অদ্ভুত ঘুমের মধ্যে দিয়ে,
এক অভাবিত তরল স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।
এই তুমি
যখন আসো দিনের প্রাখর্যে
তোমার এই স্বপ্নময় বলিষ্ঠ যৌবন কোথায় উপে যায়!
মনে হয় তখন,
তুমি যেন শুধু এক বুদ্ধির কংকাল!
তোমার সারা শরীরে নেই যৌবনের রক্ত
আর পেশীর উষ্ণতা!

আমার চেতনা

আমার চেতনাখানি
এই বিশ্ব-প্রাণচেতনার তীরে
ওঠে ডোবে ভাসে কথা কয়
বুদ্‌বুদের মত ।

একটি বুদ্‌বুদ্‌ উঠি
যদি এই শ্বেতবণিকের কালে
মেলে ধরে তাহার স্বপন,
সে তো নয় তার
প্রাণের প্রথম রূপায়ন ।

যদি কোনো চীনাংশুকে
মেলে তার অতীতের ইতিহাস,
যদি কোনো হামামের গায়ে
ছায়া তার কেঁপে থাকে ভাই,
সাঁচীর স্তূপের নিচে
যদি কোনো আশ্চর্য পাথর
তুলে ধরে তার হাতের আখর,
যদি কোনো পর্বত গুহায়
অশোকের শিলালেখ লিখে থাকি,

তবু জেনো
কিছু মোর র'য়ে গেছে বাকি।

সব স্বাদ ব্যর্থ-করা আরেক আস্বাদ
জীবনের আরো এক মানে—
খুঁজে ফিরি।
সেই লাগি
বার বার ভেসে উঠি!

তেরশ পঞ্চাশ

নগরের দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা মাগি ফেরে
একদল অবাক্ মানুষ—
ফ্যান্ দাও, ফ্যান্ দাও
মাগো, এতটুকু ফ্যান্ দিতে পারো ?

মানুষের কোনো হুঁস নেই,
আগাছার মত
লিক্লিকে সরু সরু হাত পা এদের—
তবু হায় এরা তো মানুষ
সভ্যতার অমৃত সন্তান।
শতাব্দীর কোনো অবদান
এদেরি তো দান ;
তিলে তিলে এরা পুড়ে পুড়ে
রেখেছে পৃথিবী জুড়ে
তাহাদের বিচিত্র স্বাক্ষর—
তবু আজ ইহাদেরই কণ্ঠে কোথা স্বর ?

পথে পথে শুনি
অসহায় কাতর আকৃতি—

ফ্যান্ দাও, ফ্যান্ দাও
মাগো এতটুকু ফ্যান্ দিতে পারো ?

এদেরও তো একদিন
ছিল জমি ধান-ভরা,
মাঠ-ভরা ধানের মরাই,
এদেরও তো ছিল নীড়
সন্ধ্যার তিমির তীর
মুছে যেত স্বপনের তলে।

কাহার অদৃশ্য হাত
তাহাদের করেছে তফাৎ
তুলেছে আড়াল ?
মানুষের প্রতিচ্ছবি করেছে বিকৃত ?—
মানুষেরই নিদারুণ অপমান।

জনক-নন্দিনী ভাই
এর চেয়ে অপমান পেয়েছিলো নাকি ?
এর চেয়ে কলংকিতা হয়েছিলো নাকি ?
তবু কোথা দিগ্বিজয়ী সেই রাম ?
যুগে যুগে যার অশ্বখুরে
লংকার সোনার ঠাট গেছে উড়ে !

প্রতীক্ষায়

মহাকালের এই প্রবহমান স্রোত
ভেঙে ভেঙে থেমে থেমে
থমকে দাঁড়িয়ে গেলো।
বিস্তারিত এই আকাশ
ছিঁড়ে খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে
অজস্র পালকের মতো উড়ে গেলো।
মাটির ফোয়ারা থেকে
জলের কণাগুলো হরিণশিশুর মতো
লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে
ঐ যে আকাশের গায়ে গায়ে
হাজার হাজার তারা হয়ে জ্বলছিলো
চোখের পলকে তারা
লাফিয়ে লাফিয়ে আবার কোন্
অদৃশ্য আকাশের গায়ে মুছে গেলো।
কোনো রূপসীর
প্রথম প্রেমের মতো চঞ্চল গোলাপী হাওয়ায়
আজ মুছে গেছে সমস্ত ডানার শব্দ।
কোনো রাগিণীর
পরিপূর্ণ আলাপের মতো
হালকা কুয়াসায় সমস্ত পৃথিবী ঢাকা প'ড়েছে।—

আর আমি
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতীক্ষায়।

জানি তুমি
আমার কাছে আসবে এমন রাতে।
ভ্রমরের পাখনার মতো এমন স্নিগ্ধ সজল রাত,
সূর্যের আলোর চেয়ে জ্যোতির্ময়
কুয়াসা-ঢাকা ঘন-পল্লবিত এই রাত
আর তো আমার জীবনে কখনো আসবে না।
জানি নিশ্চয়
আজ আমার কাছে আসবে তুমি।

স্বপ্ন

আমার স্বপ্ন ভেঙো না।
স্বপ্ন আমার ছুটে যাক
বল্‌গাহীন হয়ের মতো নিরুদ্দেশে।

আমার চারিদিকে আজ এতো যুদ্ধ,
এতো ধ্বংস
এতো হাহাকার,
এ আমি সইতে পারি না।

চারিদিকের এই রক্তাক্ত সংঘাতে
আমার স্বপ্নময় সে-পৃথিবী
এমন করে চূর্ণ হয়ে যেতে
আমি দেব না।

তবু জানি
এই স্বপ্ন আমার ভেঙে যাবে,
আমি হারিয়ে যাবো
এক আসন্ন রাতের অন্ধ ঘুর্ণিতলে।
তবু আমি স্বপ্ন দেখি।

বাঁচিয়ে তোলো

আমায় বাঁচিয়ে তোলো হে
তোমার সেই আদিম অস্ত্রের আঘাতে,
ভেঙে দাও আমার দূষিত বেষ্টনী,
মুছে দাও আমার নির্দয় পরিপার্শ্ব।

আমায় বাঁচিয়ে তোলো হে
আমার অপদার্থ বর্তমান আর
চারিদিকের এই ঘনঘটা
ছিন্ন ক'রে
নতুন ক'রে।

তোমার দু'নয়নের আলোয়
আমার সমস্ত অন্ধকার উদ্ভাসিত ক'রে দাও
যত ক্ষুধার্ত সরীসৃপ সেখানে র'য়েছে লুকিয়ে
(সেই জটিল অন্ধকারের স্তূপে)
তারা মরে যাক,
তারা ভস্ম হয়ে যাক।

নতুন ছন্দে আমার ছন্দ বেঁধে দাও,
নতুন সুরে ভ'রে দাও আমার কণ্ঠ,
নতুন গানে ডুবিয়ে দাও আমার মন।

কে এ ?

এই গিরিমাটিয়াতে
হঠাৎ জীবন যারে এনে দিল কাছে—
জানি সে এমন কিছু নয় ,
শুধু সে সামান্য একজন !

দিনের আলোতে এরে চিনি—
সংসারের নানা কাজে ফেরে,
এটা ওটা সেটা চায়,
খুঁটিনাটি লয়ে সদাই সে ব্যস্ত থাকে !

কিন্তু রাতে
কর্মক্লান্ত দেহ মেলে শুয়েছি যখন,
সেই নারী কাছে আসে,
গায়ে দেয় হাত—
মনে হয়
ছোট তারি সীমাবদ্ধ দেহে
নেমে আসে যেন
রাতের গহন-কাঁপা আরো এক নারী
চুলে যার জাহ্নবীর শব্দ শোনা যায়,
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে রাতের আঁধার !
কে এ ?

আমি ত দেখেছি

আমি ত দেখেছি ভাই এ জগতে
একদল লোক—
জীবনের অর্ধেক আলোকে
নুয়ে পড়ে তারা
বৃদ্ধের মতন,
মেশিনের কাঁটা ধ'রে ধ'রে
তাহাদের শিরদাঁড়া গেছে বেঁকে,
চোখের পাতার নিচে
পড়িয়াছে কালি—
সে কালি মৃত্যুর চেয়ে কালো।

দিবসের প্রেম আর
রাত্রির কবিতা
এদেরও তো ছুঁয়েছে হৃদয়,
ফুস্‌ফুসের পাশে পাশে
নরম ঘাসের স্বপ্ন
উঠেছে জাগিয়া।
নয়ন মেলে

এরা শুধু একবার সে দিকে চাহিয়া
মাঠে মাঠে মাটি কাটে ফের,
চালায় লাঙল,
মেশিনের আর্তনাদ শোনে!

আমি এক গ্রামান্তের নদী
শীর্ণ জলে মোর
কোনো শব্দ নাই।

কখনো কখনো
দূর মোহানার পার হতে
আসে এক ঢেউ,
কিছু সাড়া জেগে ওঠে বুকে।
কখনো ঈশান কোণে জমে মেঘ,–
হাওয়ার ঘূর্ণির তলে
তীরে ওঠে ক্ষণিক কাঁপন।
কখনো বা একটি রাখাল
পারে এসে দাঁড়ায়েছে ক্ষণকাল,
হয়তো বা স্নান করি জলে,
মুছেছে তাহার অবসাদ!

আমি এক গ্রামান্তের নদী!
নদী?——নদী কোথা?—

এরে নাকি নদী বলে কেউ ?
তবু আমি নদী !
শীর্ণ এক জলরেখা মেলে
বেঁচে আছি ধরণীতে !